কালের কণ্ঠ

আপডেট : ১১ নভেম্বর, ২০১৫ ০০:০০

পোশাকশিল্প

বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ, সঙ্গে চাকরি

কাজ করার আগ্রহ থাকতে হবে, প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে মহিলাদের। ছবি : নাভিদ ইশতিয়াক তরু

অর্থমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য মতে, বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি কর্মীরা প্রতিবছর প্রায় ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার নিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশি টাকায় যার মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশে বিদেশি কর্মীদের বড় একটি অংশ কাজ করে গার্মেন্ট খাতে। দেশের জনশক্তিকে দক্ষ করে তুলতে পারলে এ বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশেই রাখা সম্ভব। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন থেকে উচ্চশিক্ষিত-সব শ্রেণির মানুষকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট (সেপ) প্রকল্পের আওতায় আগামী তিন বছরে দুই লাখ ৬০ হাজার মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর মধ্যে তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স

অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) প্রশিক্ষণ দেবে ৪৩ হাজার ৮০০ জনকে। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এ প্রকল্প।

কাদের জন্য প্রশিক্ষণ

বিজিএমইএর সাবেক সহসভাপতি (অর্থ) এবং সেপ প্রজেক্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির কো-চেয়ারম্যান ও কনভেনার রিয়াজ বিন মাহমুদ জানান, ' অসহায়, দুস্থ, গরিব, উপজাতি এবং যাদের কাজ করার আগ্রহ রয়েছে, তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে প্রতিবন্ধীরাও, তাঁদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে ১০ শতাংশ আসন।'

তিনি আরো জানান, প্রশিক্ষণার্থীদের দুই ধাপে ভাগ করা হয়েছে-ওয়ার্কার লেভেল ও ব্যবস্থাপনা লেভেল। ওয়ার্কার লেভেলে শিক্ষাগত যোগ্যতা পঞ্চম শ্রেণি চাওয়া হলেও অক্ষরজ্ঞান থাকলেই অংশ নেওয়া যাবে। ব্যবস্থাপনা লেভেলে প্রশিক্ষণার্থীদের ' আপ স্কিল' ও ' ফ্রেশার' ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। আপ স্কিল ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। যেকোনো বিষয়ে স্নাতক হলেই আবেদন করা যাবে ফ্রেশার ক্যাটাগরিতে।

প্রশিক্ষণের বিষয় ও মেয়াদ

ব্যবস্থাপনা লেভেলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম, গার্মেন্টস কোয়ালিটি সিস্টেম, টেক্সটাইল টেস্টিং অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, প্রোডাকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোল, ফায়ার সেফটি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স-এ পাঁচটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণের মেয়াদ তিন মাস, বাকি সব বিষয়ে এক মাস। ওয়ার্কার লেভেলে ওভেন গার্মেন্ট, নিট গার্মেন্ট ও সোয়েটার গার্মেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে কোর্সের মেয়াদ দুই মাস।

আবেদন ও বাছাই প্রক্রিয়া

ওয়ার্কার লেভেলের প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার জন্য আবেদনের প্রয়োজন নেই। নির্ধারিত সময়ে সরাসরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। শারীরিক যোগ্যতা থাকলেই কোর্সে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। ব্যবস্থাপনা লেভেলের প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নিতে আগ্রহীদের প্রথমে অনলাইনে ht t p: / / goo. gl / Yl XVt G লিংকে আবেদন করতে হবে।

আবেদনকারীদের মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করা হবে। কেন প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী, এ পেশায় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী-এসব বিষয়ে জানতে চাওয়া হতে পারে মৌখিক পরীক্ষায়। প্রশিক্ষণ শেষে এ

পেশায় আসতে কতটা আগ্রহী বা প্রশিক্ষণ নিলে কতটুকু উপকৃত হবে-এসব যাচাইয়ের জন্যই এ ধরনের প্রশ্ন করা হয়।

কতজন সুযোগ পাবে

ওয়ার্কার লেভেলে ওভেন গার্মেন্ট, নিট গার্মেন্ট ও সোয়েটার গার্মেন্ট বিষয়ে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে অংশ নিতে পারবে। ব্যবস্থাপনা লেভেলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৫০ জন, গার্মেন্ট কোয়ালিটি সিস্টেমে ৪৩, টেক্সটাইল টেস্টিং অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স কোর্সে ৩০, প্রোডাকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোলে ২০ এবং ফায়ার সেফটি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স কোর্সে ৩৫ জন করে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে।

প্রশিক্ষণের ধরন

ওয়ার্কার লেভেলে সপ্তাহে ছয় দিন ক্লাস নেওয়া হবে। বেশির ভাগ প্রশিক্ষণ হবে ব্যবহারিক বা হাতে-কলমে। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী তাত্ত্বিক ক্লাসও হতে পারে। কোর্সের ধরন, ফ্যাক্টরি বা প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও প্রশিক্ষকের ওপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপনা লেভেলে ক্লাসের সময় নির্ধারণ করা হবে। এতেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পদ্ধতিতে। প্রশিক্ষণার্থীদের র‍্যাংকিং করা হবে দক্ষতা যাচাই পরীক্ষার ফল ও উপস্থিতির ভিত্তিতে।

প্রশিক্ষণ শেষে চাকরি

প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নেওয়ার জন্য কোনো ফি গুনতে হবে না। উপরন্তু কোর্স চলাকালে মাসিক ভাতা দেওয়া হবে। কোর্স শেষে মিলবে সনদ। যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী চাকরি দেওয়া হবে বিজিএমইএর সদস্য প্রতিষ্ঠানে।

খোঁজ জানবেন যেভাবে

প্রজেক্টের দায়িত্বপ্রাপ্তরা জানান, কোনো জেলায় প্রশিক্ষণ কোর্স শুরুর আগে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে। বিজ্ঞাপনে দেওয়া থাকবে প্রশিক্ষণের তারিখ, স্থানসহ বিস্তারিত তথ্য। ওয়ার্কার লেভেলে প্রশিক্ষণার্থী সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং, পোস্টার ও লিফলেটের মাধ্যমে প্রচার চালানো হবে।

সেপ প্রজেক্ট ও বিজিএমইএর ওয়েবসাইটে (www. sei p- f d. gov. bd, www. bgmea. com bd) প্রশিক্ষণের খোঁজ জানা যাবে। এ ছাড়া তথ্য পাওয়া যাবে বিজিএমইএর ফেসবুক পেজ (www. f acebook. com/ BGMEA. of f i ci al)

এবং সেপ প্রজেক্টের ফেসবুক পেজে (www. f acebook. com/ SEI P-422464414628894)। ০১৭৩৭৩৫৬৯৬৮, ০১৬৭৫৮৫০৭৩৭ ও ০১৫৫৪৩৫৫৫১২ নম্বরে ফোন করেও জানা যাবে প্রশিক্ষণের তথ্য।